মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে দেশের সরকারি হাট-বাজারসমূহের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৬

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।
www.molwa.gov.bd

তারিখ : ২৩ ভাদ্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১.	পটভূমি	০১
০২.	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	০১
০৩.	সংজ্ঞা	০১
০৪.	মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে অর্থ ব্যয়ের খাতসমূহ	০১
০৫.	অনুদান মঞ্জুরীর আর্থিক সীমা ও পদ্ধতি	০২
০৬.	অনুদান মঞ্জুর এবং নথি সংরক্ষণ	০২
০৭.	অনুদান মঞ্জুর কমিটি	০২
০৮.	মহানগরীর থানাসমূহে বিতরণের লক্ষ্যে মহানগরী কমিটি	০৩
০৯.	উপজেলাসমূহে বিতরণের লক্ষ্যে উপজেলা কমিটি	০৩
১০.	আবেদন পদ্ধতি	০৩
১১.	অর্থ জমাকরণ পদ্ধতি	০৩
১২.	সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকার অর্থ জমাকরণ	০৩
১৩.	উপজেলা পরিষদ এলাকার অর্থ জমাকরণ	০৪
১৪.	আর্থিক ব্যয় এর হিসাব বিবরণী	০৪
১৫.	এ নীতিমালায় ব্যতিক্রম	০৪
১৬.	নীতিমালা পরিবর্তন/পরিবর্ধন	০৪
১৭.	আর্থিক সাহায্য পাওয়ার আবেদন ফরম	০৬

পটভূমি :

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অসীম বীরত্ব ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণের বিষয় বিবেচনা করে দেশের সরকারি হাট-বাজারের ইজারালব্ধ অর্থের ৪% (শতকরা চার ভাগ) অর্থ স্থানীয় সরকার বিভাগের ২১-০৯-২০১১ তারিখের সরকারি হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা ইজারা পদ্ধতি এবং এর থেকে প্রাপ্ত আয় বণ্টন সম্পর্কিত নীতিমালা এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের ০৭-০৫-২০১২ তারিখের পরিপত্র অনুযায়ী ৪% অর্থ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয়ের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন ব্যাংক একাউন্টে জমা করার নির্দেশনা রয়েছে। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসেবে সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন ব্যাংক একাউন্টে জমাকৃত হাটবাজারের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ব্যয়ের নিমিত্ত এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

২। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম :**

এ নীতিমালা "মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে দেশের সরকারি হাট-বাজারসমূহের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৬" নামে অভিহিত হবে।

৩। **সংজ্ঞা :**

(ক) "মন্ত্রণালয়/প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়" বলতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে বুঝাবে;

(খ) 'স্থানীয় জনপ্রতিনিধি' বলতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/পৌরসভা/সিটি করপোরেশনের মেয়রকে বুঝাবে;

(গ) 'সংসদ' বলতে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলকে বুঝাবে;

(ঘ) উপজেলা/পৌরসভা/সিটি করপোরেশনের নির্বাহী প্রধান বলতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার/পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে বুঝাবে;

(ঙ) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বলতে সরকারি/বেসরকারি হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে বুঝাবে;

(চ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বলতে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে বুঝাবে;

(ছ) বিয়ের বৈধ কাগজপত্র বলতে কাবিননামা/বিয়ের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কাগজপত্রকে বুঝাবে; এবং

(জ) মুক্তিযোদ্ধা সনদ বলতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ইস্যুকৃত মূল সনদ/সাময়িক সনদপত্র/বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল হতে ইস্যুকৃত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরিত সনদপত্রকে বুঝাবে।

৪। **মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে অর্থ ব্যয়ের খাতসমূহ :**

(ক) গৃহ নির্মাণ/সংস্কার;

(খ) চিকিৎসা;

(গ) শিক্ষা;

(ঘ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত; এবং

(ঙ) কন্যা সন্তানের বিবাহ।

৫। **অনুদান মঞ্জুরীর আর্থিক সীমা ও পদ্ধতি :**

(ক) গৃহ সংস্কার ও মেরামতের জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি/উপজেলা/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী প্রধানের সুপারিশক্রমে সর্বোচ্চ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত প্রদান করা যাবে।

(খ) মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের প্রত্যয়ন পত্রের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা প্রদান করা যাবে। এ সাহায্য বছরে একবারের বেশি প্রদেয় হবে না।

(গ) সন্তানের লেখা পড়ার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সুপারিশ অনুযায়ী পুস্তক ক্রয় ও প্রতিষ্ঠানের বেতন বাবদ প্রতি সন্তানের জন্য সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা প্রদান করা যাবে (সর্বোচ্চ ২টি সন্তানের জন্য)। এ সাহায্য বছরে একবারের বেশি প্রদেয় হবে না।

(ঘ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ত্রাণ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা নগদ অর্থ দেয়া যাবে।

(ঙ) মুক্তিযোদ্ধাদের কন্যা সন্তানদের বিবাহের জন্য প্রতি কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা প্রদান করা যাবে (সর্বোচ্চ ২টি সন্তানের জন্য)। এ লক্ষ্যে বিয়ের বৈধ কাগজপত্র প্রদর্শন করতে হবে।

(চ) সকল প্রকার আর্থিক অনুদানের অর্থ চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

(ছ) মুক্তিযোদ্ধা নিজে অসুস্থতার জন্য চেক/নগদ টাকা গ্রহণ করতে অক্ষম হলে মুক্তিযোদ্ধার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকট অনুদানের অর্থ/চেক প্রদান করা যাবে। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারী মুক্তিযোদ্ধা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির স্বাক্ষর সত্যায়িত করে ক্ষমতাপত্র প্রদান করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা নিরক্ষর হলে উপজেলা/পৌরসভা/মহানগর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত পত্র সত্যায়িত হতে হবে।

৬। **অনুদান মঞ্জুর এবং নথি সংরক্ষণ :**

দেশের সকল সরকারি হাট-বাজার ইজারালব্ধ আয় হতে প্রাপ্ত ৪% অর্থ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন ব্যাংক একাউন্টে জমা হবে। জমাকৃত অর্থ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে অনুচ্ছেদ ৪ এ বর্ণিত খাতসমূহে অনুদান হিসাবে দেয়ার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের আনুপাতিক হারে সকল জেলা/উপজেলা/থানাভিত্তিক বরাদ্দ প্রদান করা হবে। জেলা/উপজেলা/থানা কমিটি সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রাপ্ত আবেদনসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচিত মুক্তিযোদ্ধা/আইনানুগ পোষ্যগণকে অনুদান মঞ্জুর করবেন। জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অডিটের জন্য তার দপ্তরে সংশ্লিষ্ট বিল/ভাউচার এবং নথিপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং ব্যয় বিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

৭। **অনুদান মঞ্জুর কমিটি :**

নিম্নোক্ত মহানগর/উপজেলা কমিটি মহানগর/উপজেলা পর্যায়ে যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রকৃত এবং উপযুক্ত অসহায় ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযোদ্ধা পোষ্য নির্ধারণপূর্বক অনুদান বিতরণ করবেন।

মহানগরীর থানাসমূহে বিতরণের লক্ষ্যে মহানগরী কমিটি :—

(ক) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) - সভাপতি

(খ) স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য মনোনীত একজন মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি - সদস্য

(গ) সিটি/পৌর মেয়র/মনোনীত একজন মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি - সদস্য

(ঘ) মহানগর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার/মনোনীত একজন মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি - সদস্য

(ঙ) সংশ্লিষ্ট থানার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার - সদস্য

(চ) সহকারী কমিশনার/সিনিয়র সহকারী কমিশনার (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য-সচিব

উপজেলাসমূহে বিতরণের লক্ষ্যে উপজেলা কমিটি :—

(ক) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা - সভাপতি

(খ) মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক মনোনীত একজন মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি - সদস্য

(গ) জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার/মনোনীত একজন মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি - সদস্য

(ঘ) উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার - সদস্য

(ঙ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা - সদস্য-সচিব

৮। আবেদন পদ্ধতি :

(ক) নির্ধারিত ফরমে (তফসিল-১) আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং আইনানুগ পোষ্যগণ অনুদানের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

(খ) আবেদনের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/মুক্তিযোদ্ধা সংসদের (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিস্বাক্ষরিত) সাময়িক সনদ/মূল সনদ এর সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে। যাঁরা মুক্তিযোদ্ধা সাময়িক সনদ গ্রহণ করেননি তাদেরকে তারিখসহ গেজেট নম্বর/চূড়ান্ত (লালবহি) মুক্তিবার্তার নম্বর আবেদনে উল্লেখ করতে হবে।

(গ) আবেদনপত্রের সাথে সম্প্রতি তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।

৯। বিভিন্ন উপজেলা/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন হতে প্রেরিত অর্থ জমাকরণ পদ্ধতি :

(ক) সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা : স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ২১-০৯-২০১১ তারিখে ৪৬.০০.০০০০.০০২.০১.০০২.১১-৮৭০ সংখ্যক স্মারকে জারিকৃত 'সরকারি হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বণ্টন সম্পর্কিত নীতিমালা'এর ৯.৩.৩ অনুচ্ছেদ মোতাবেক মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয়ের জন্য সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত সকল হাট বাজার থেকে প্রাপ্ত ইজারা আয়ের ৪% অর্থ ইজারার টাকা জমা হওয়ার ১৫ (পনের) কার্য দিবসের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন ব্যাংক একাউন্টে (সঞ্চয়ী হিসাব নং ০৩৪১৯১৫৫৪, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকায়) জমা প্রদান করতে হবে।

(খ) উপজেলা পরিষদ : স্থানীয় সরকার বিভাগের ০৭-০৫-২০১২ তারিখের পরিপত্র নং ৪৬.০০.০০০০.০৪১.০১৯.০৩২.২০১২-৩৭০ মোতাবেক 'সরকারি হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বণ্টন সম্পর্কিত নীতিমালা' এর ৯.২.৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয়ের জন্য উপজেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রিত হাট-বাজারের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ইজারার টাকা জমা হওয়ার ১৫ (পনের) কার্য দিবসের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন ব্যাংক একাউন্টে (সঞ্চয়ী হিসাব নং ০২০০০০১২১১০৫২, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, জাতীয় প্রেসক্লাব শাখা, ঢাকায়) জমা প্রদান করতে হবে।

(গ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন ব্যাংক একাউন্টের কোন পরিবর্তন হলে সময় সময় তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হবে।

১০। **আর্থিক ব্যয় এর হিসাব বিবরণী :**

(ক) অর্থ বছর শেষে প্রদত্ত অর্থের ব্যয় বিবরণী সর্বোচ্চ ০১ (এক) মাসের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(খ) সকল ব্যয় প্রতি বছর সরকারের স্থানীয় রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের মাধ্যমে অডিট করাতে হবে।

(গ) এ অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা/দূরদর্শিতা (Prudence) দেখাতে হবে।

(ঘ) অবৈধ/অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বন্ধ করতে হবে।

১১। **ব্যতিক্রম :** এ নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি এ ধরনের বিষয়াবলী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা হবে।

১২। **নীতিমালা পরিবর্তন/পরিবর্ধন :**

বাস্তবতার নিরিখে এবং প্রয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ নীতিমালা পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন করতে পারবে।

১৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ নীতিমালা জারি করা হলো।

১৪। এ নীতিমালা জারির তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে মর্মে গণ্য করা হবে।

স্বাক্ষরিত/-
০৭-০৯-২০১৬
সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়